সূচীপত্র

নির্বাচিত অংশ: কিতাবুসসাওরাহ

শাইখ সাইফ আল আদেল হাফিযাহুল্লাহ[১]

বিপ্লব কী?

বিপ্লব হল শাসনব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে পরিচালিত গণআন্দোলন (تحرك شعبي لإحداث تغيير), যা শাসক শ্রেণি, তাদের প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

বিপ্লব শান্তিপূর্ণ অথবা সহিংস উভয় পদ্ধতিতে অর্জিত হতে পারে।

তারপর পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি একটি নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করা হয়। একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী অর্থনৈতিক কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয় যা জনগণের ঐক্যকে কাজে লাগায় এবং তাদের দাবিগুলি পূরণ করে। বিপ্লবের চেতনা সংরক্ষণ এবং নতুন ব্যবস্থার অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য উপায় ও মাধ্যম প্রস্তুত করাও এর অংশ।

বিপ্লব ঘটে এমন কোন অবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে যা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে (এই অবস্থা আদর্শিক, নিরাপত্তা-সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ঔপনিবেশিক, সামরিক, ইত্যাদি হতে পারে)। এই প্রত্যাখ্যান জনগণের সরাসরি এবং অনুপ্রাণিত গণকর্মসূচীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তা সশস্ত্র হোক বা নিরস্ত্র। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হল অত্যাচার থেকে মুক্তি এবং একটি উন্নত জীবনের নির্মাণ।

---

[১] আরব বসন্ত এবং মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে শাইখ সাঈফ আল আদেল (মুহাম্মাদ সালাহউদ্দীন যাইদান) ১৪৩৪ হিজরী/২০১৩ সালে এই কিছু লেকচার প্রদান করেন। এগুলো পরবর্তী সময়ে সংকলিত হয়ে **الثورة والإستراتيجية** শিরোনামে **الصراع ورياح التغيير** সিরিযের দ্বিতীয় বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই বইটি সংক্ষেপে কিতাবুসসাওরাহ নামেও পরিচিত।

সংগ্রাম ও বিপ্লব:

যুগে যুগে পরিবর্তন বনাম সংস্কার

বিপ্লব হয় অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে, দখলদার কিংবা তাদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা, চরম লোভী বনিক শ্রেনী, এবং রাষ্ট্রের নষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে। দখলদার, এজেন্ট, শাসক, শাসনব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান— ইত্যাদির সংমিশ্রনে যে কাঠামো গড়ে ওঠে তাকে রিজিম (regime) বলা হয়।

কোন রিজিম এই সব উপাদানকে একসাথে ধারণ করতে পারে, অথবা কিছু উপাদান ধারণ করতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি দিক ধারণ করতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রে রিজিম ন্যায়পরায়ণ মানুষের শত্রু, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে বুদ্ধি, ফিতরাত এবং নুসুস একমত।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা তার নিজ মতবাদ ও মতাদর্শের স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। এটি বংশীয়, গণতান্ত্রিক, সোশালিস্ট কিংবা কমিউনিস্ট সব ধরণের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সত্য। এখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়োজিত করা হয় ঐ মতবাদ ও মতাদর্শের সেবায়। সম্ভাব্য সব হুমকি মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তৈরি করা হয় ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশল। যে কোনো শাসনব্যবস্থার অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করা হয় পরিবর্তনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, বিরোধীদের থামিয়ে দেয়া এবং বিরুদ্ধ মতকে সহিংসভাবে দমন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

অন্যদিকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড কাজ করে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে। এটি বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সরিয়ে সেখানে নিজের একটি ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করতে চায়। বিপ্লবের প্রক্রিয়া ধ্বংস এবং নির্মাণ— এ দুয়ের সমন্বয়। সংস্কার করা বিপ্লবের কাজ না। সংস্কারের পথে সভ্যতাগত পরিবর্তন আসে না। সংস্কার কেবল বিদ্যমান ব্যবস্থার ওপর সামান্য মেরামতি আর জোড়াতালি দেয়ার উপায়, যা কখনও কখনও সমস্যাকে আরও তীব্রতর করে তোলে।[২]

ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই যেখানে কোন সিস্টেম-কোন একটি ব্যবস্থা- যার নিজস্ব আদর্শিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, স্বেচ্ছায় আরেক সিস্টেমের কাছে ক্ষমতা সমর্পণ করেছে। আরেক সিস্টেম শক্তিশালী হয়ে উঠলে আগের সিস্টেম নিজ থেকে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না—এমন কোনো পরিস্থিতি বাস্তব দুনিয়াতে নেই। সিস্টেমগুলো একে অপরের সাথে পাল্লা দেয় বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক বাজারে রেশারেশির মাধ্যমে, অথবা জাতিসংঘের মতো বৈশ্বিক কাঠামোর মধ্যে। কোনো সিস্টেম কখনও নতুন কোন শক্তিকে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেয় না। কর্তৃত্ববাদী সিস্টেম কেবল একটিমাত্র অনিবার্যতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়: অন্য ব্যবস্থার নির্মূল...

ভাগাভাগি বা সহযোগিতা করতে আগ্রহী এমন কোন ব্যবস্থার ভেতরে থেকে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের নাম বিপ্লব না। বরং, **বিপ্লব হলো জীবন বনাম মৃত্যুর লড়াই**। বিপ্লব সাধারণ মানুষের হাতিয়ার। আর বিদ্যমান সিস্টেম হলো পৃথিবী জুড়ে

---

[২] সংস্কারবাদীরা বিদ্যমান ব্যবস্থারই অংশ। এদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেনী আছে।
এদের এক দল চায় সিস্টেম যেমন আছে তেমনই থাকুক, কিন্তু নেতৃত্বে পরিবর্তন আসুক। কারণ এখনকার নেতারা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং তারা ক্ষমতাকে একচেটিয়াভাবে কুক্ষীগত করে রেখেছে। আরেক দল আছে, যাদের নেতৃত্ব নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। তারা বরং কিছু সাংবিধানিক সংশোধন বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার চায়। তৃতীয় একটি দলের মনোযোগ শাসনের ক্ষেত্রে এক শ্রেণির ওপর আরেক শ্রেণির আধিপত্য বিস্তার নিয়ে। তাদের দাবিদাওয়া আরও দমনমূলক ব্যবস্থা ও পলিসি নিয়ে। এর বাইরেও আরও নানা দল থাকে, তাদের মৌলিক দর্শনকে সংক্ষেপ এভাবে বলা যায়: "**তাদের মিশন সিস্টেমের ভেতরে কাজ করা, সিস্টেমের বিরুদ্ধে কাজ করা না।**" তাদের টিকে থাকা এবং স্বার্থ জড়িয়ে আছে সিস্টেমের সাথে। তাদের অস্তিত্ব সিস্টেমের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত। এরাই হলো সংস্কারবাদী।

আধিপত্য বিস্তার করা বৈশ্বিক কাঠামোর হাতিয়ার। এই সিস্টেম যেকোন বিদ্রোহ বা বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে দমন করতে বদ্ধ পরিকর। সিস্টেম নিজের ছাড়া আর কারও স্বার্থ দেখে না।

..কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা তার শাসনের প্রতিও যেকোন চ্যালেঞ্জকে প্রতিহত করে, এর বিরুদ্ধে লড়াই করে। সে চ্যালেঞ্জের পেছনে থাকা দর্শন বা মতাদর্শ যাই হোক না কেন। প্রত্যেক কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা তার বিরোধিতাকারীদের জান-মাল ও সম্মানের ওপর নিরন্তরভাবে আক্রমন করে, তাদের ওপর অত্যাচার করে এবং তাদের দমন করে রক্তক্ষয়ী পদ্ধতিতে। এধরণের সকল ব্যবস্থা তার স্থিতিশীলতা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করে:

- মিডিয়া থেকে শুরু করে দমনমূলক পদ্ধতি; সব ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করে সমাজের সকল স্তরের উপর তার আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া।
- প্রতারণা থেকে জবরদস্তি; যেকোন উপায়ে ক্ষমতাসীনদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করা
- ফতোয়া থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর ট্যাংক; যে কোন মূল্যে শাসনব্যবস্থা এবং এর নেতৃত্বকে রক্ষা করা

এধরণের সিস্টেমকে উৎখাত করে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এবং এটাই বিপ্লবের সারনির্যাস। **বিপ্লব হল বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি আমূল পরিবর্তনের (ইনকিলাবি) প্রক্রিয়া। পরিবর্তনের এমন এক প্রক্রিয়া যা এই ব্যবস্থাকে সরাবে এবং এর জায়গায় তার কাংক্ষিত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করবে**।

এধরনের পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই একটি উপায় থাকতে হবে। পরিবর্তনের পদ্ধতি নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ আছে। এক্ষেত্রে **নিজ নিজ ভূমির প্রকৃতি এবং সেখানকার মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি** বেছে নিতে হবে। সেটা হতে পারে,

- **গণঅভ্যুত্থান (انتفاضة شعبية)**, যা **শান্তিপূর্ণ বা সশস্ত্র হতে পারে**, অথবা
- **গেরিলা যুদ্ধ (حرب عصابات)**, যা দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী হতে পারে।[৩]

***

পরিবর্তনের প্রক্রিয়া প্রায়শই শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। যেখানে মানুষ রুটি, জীবিকা, স্বাধীনতা এবং ইনসাফের দাবিতে সোচ্চার হয়। কিন্তু রিজিম দ্রুত এবং নিষ্ঠুর সহিংসতার মাধ্যমে একে দমন করে। প্রতারণা থেকে সহিংসতা, শোষণ থেকে শুরু করে অপমান - দমনের সব পদ্ধতি ব্যবহার করে রিজিম।

---

[৩] শাইখ এখানে শান্তিপূর্ণ অভ্যুত্থান, সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এখানে লক্ষনীয় বিষয় হল, শাইখের মতে—
সশস্ত্র অভ্যুত্থান =/= গেরিলা যুদ্ধ।

বইয়ের উপরের তিনটির প্রত্যেকটির উদাহরণ এনেছেন।

শান্তিপূর্ণ অভ্যুত্থানের (الانتفاضة السلمية) উদাহরণ: ইরান, ১৯৭৯.

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের (انتفاضة مسلحة) উদাহরণ: রাশিয়া ১৯১৭।

গেরিলা যুদ্ধের (حرب عصابات) উদাহরণ হিসেবে চাইনয কমিউনিস্ট পার্টি, আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের গেরিলা কিংবা তালেবানেকে উদাহরণ হিসেবে এনেছেন, এই সিরিযের পরের বইয়ে।

কিন্তু তাজা রক্ত বিপ্লবকে শক্তি যোগায়, জীবন্ত করে তোলে। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে, নিজ সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে বিপ্লব ফিরে আসে। তখন এটি পরিবর্তনের সহিংস পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে – সেটা হতে পারে **সশস্ত্র অভ্যুত্থান (الانتفاضة المسلحة) কিংবা গেরিলা যুদ্ধ (حرب العصابات)**।[৪]

বিপ্লব যখন ফিরে আসে, তখন সেখানে আপস কিংবা মিটমাটের কোন লক্ষ্য আর থাকে না। বিপ্লব ফিরে আসে বাতিলের বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলতে, যাতে একটি শাখা, একটি পাতাও আর বাকি না থাকে। বিপ্লব ফিরে আসে সত্যের বৃক্ষ রোপণ করতে, যে বৃক্ষ বেড়ে উঠে শহীদের রক্তে সিঞ্চিত হয়ে। যে বৃক্ষের ফল আহরণ করবে জাতির জাগ্রত সন্তানেরা।

বিপ্লব অবশ্যই তাদের হাতে থাকা উচিত যারা আন্তরিক, যারা একে দুর্বৃত্ত শক্তি, লোভী ব্যক্তিদের হাতে পড়া থেকে রক্ষা করবে। যারা বিপ্লবের আদর্শ এবং শহীদের রক্ত নিয়ে জুয়া খেলা লোকেদের কবল থেকে একে আকড়ে ধরে বাঁচিয়ে রাখবে।

বিপ্লব জোড়াতালি আর সংস্কারের পথ না। বিপ্লব হল আমূল রূপান্তরের জন্য। বিপ্লব সমাজকে পুনর্গঠন করতে চায়, এগিয়ে নিতে চায় নিজ আদর্শকে। শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে দেয়ার জন্য কাজ করে বিপ্লব। **সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সমাজের পরিবর্তন বা রূপান্তর কল্পনা করা অসম্ভব। আগের ব্যবস্থা কোন প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা ছাড়া পরাজয় মেনে নেবে – তাও অসম্ভব।**

রক্তের বিনিময়ে পাওয়া শিক্ষা মুছে যায় না, মানুষ সেগুলো ভুলে না। এটি লেখকদের কলমের মাধ্যমে ইতিহাসে খোদিত হয়, কবিদের কণ্ঠে উদযাপিত হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কণ্ঠে বাজে গান হয়ে। এটি এক গৌরবময় উত্তরাধিকারে পরিণত হয় যা যুগ থেকে যুগান্তরে উত্তরসূরিদের হাতে অর্পিত হয়, মানবজাতির ইতিহাসে রক্ষিত থাকে চিরকাল।

***

আমি এখানে বিশেষভাবে লিবিয়ার মুজাহিদিন ভাইদের জন্য একটি ছোট পরামর্শ দিতে চাই। নিঃসন্দেহে আপনাদের অভ্যুত্থানের (ইন্তিফাদা) নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে আপনাদের পরিস্থিতি ১৯১৭ এর রাশিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। **আপনাদের অবশ্যই সেই সময়কার রাশিয়ার ঘটনাপ্রবাহ অধ্যায়ন করা উচিৎ, এবং এর ফলাফল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিৎ**। এটি বিশেষভাবে লিবিয়ার ভাইদের জন্য বললেও বাকি ভাইদের জন্যও আমভাবে এই পরামর্শ (রাশিয়া ১৯১৭ নিয়ে অধ্যায়ন) রইলো। আশা করি আল্লাহ এর মাধ্যমে আপনাদের উপকৃত করবেন। উল্লেখ্য আমি বইয়ের শেষে রাশিয়া ১৯০৫, ১৯১৭ এবং পরবর্তী গৃহযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

***

জনগণ কিভাবে একটি বিপ্লবের (শান্তিপূর্ণ বা সশস্ত্র) জন্য মোবালাইয করা শুরু করতে পারে, এবং শাসকগোষ্ঠী কীভাবে প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টা চালায়— এই লেকচারগুলোতে আমরা তা আলোচনা করবো। তারপর আমরা বিপ্লবের কৌশল, এর মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করবো।

---

[৪] শাইখ আবারও সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করছেন।

…

সবশেষে, আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করবো। বিপ্লবের উত্থান ও বিপ্লব পরিচালনার ভিত্তি সংক্ষিপ্তসার নিয়ে আলোচনা করবো। যাতে করে আমরা বুঝতে পারি কোন ধরনের বিপ্লব টিকে থাকতে পারে আর কোনগুলোর স্থায়ীত্ব বিপ্লবের নেতাদের আয়ুর সমান বা কম হয়। এছাড়া আমরা কিছু বিপ্লবের কেইস স্টাডিও তুলে ধরবো, তা শান্তিপূর্ণ এবং সশস্ত্র; যাতে করে আমরা বিষয়টি আরও গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে পারি, এবং যেসব ব্যক্তি এসব বিপ্লবের স্তম্ভ ছিল তাদের ব্যাপারে কিছুটা জানতে পারি। এটি বিপ্লবের ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব অবস্থান মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে যা ভবিষ্যতের বিপ্লবী প্রচেষ্টার পথনির্দেশ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

আর এসব কিছু শেষ হলে আমরা এই সিরিযের তৃতীয় বইয়ে যাবো, যার বিষয়বস্তু হল গেরিলা যুদ্ধ (حرب العصابات)।[৫]

---

[৫] অর্থাৎ মূল বইয়ের তিনটি খন্ড আছে। এ ফাইলে যা কিছু আনা হয়েছে তা দ্বিতীয় খন্ড থেকে নেয়া, দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় বিপ্লব। আর তৃতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় বস্তু গেরিলা যুদ্ধ।

বিপ্লব সংক্রান্ত কিছু দিকনির্দেশনামূলক প্রশ্ন ও তাদের উত্তর

১। কী মানুষকে বিপ্লবে প্ররোচিত করে?

উত্তর: যুলুম, সচেতনতা, ইচ্ছাশক্তি।

২। বিপ্লবের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচার, যা ইসলাম ছাড়া কোনদিনও অর্জিত হবে না।

৩। বিপ্লব কী দূর করতে চায়?

উত্তর: অত্যাচার, স্বৈরাচার এবং কুফর।

৪। (ইসলামী) বিপ্লব কী প্রতিষ্ঠা করতে চায়?

উত্তর: মানুষের মৌলিক ইসলামী পরিচয় এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে – এমন একটি ব্যবস্থা যা মর্যাদা নিশ্চিত করে, আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে এবং স্বাধীনতা অর্জন করে।

৫। মানুষ (আরব বসন্তে) কোন পদ্ধতিতে কাজ করেছিল? তারা কোন কোন উপকরণের ওপর নির্ভর করেছিল?

উত্তর: মানুষ একটি গণঅভ্যুত্থানের দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি, যেমন বিক্ষোভ এবং ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছিল। তবে এই পদ্ধতিগুলো শত্রুর বিবেককে অস্থির করতে বা তার মানসিক অবস্থাকে নাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। বরং, শত্রু দীর্ঘ সময় ধরে এর সাথে সহাবস্থান করতে পারে, যতক্ষণ না আন্দোলনের গতি কমে আসে বা শত্রু এর পাশ কাটিয়ে পাল্টা আক্রমন করতে করে।

৬। বিপ্লবীদের কী উপায় গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের কী কী উপকরণ ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর: বিপ্লবীদের একটি সংগঠিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের (انتفاضة مسلحة) মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। সঠিকভাবে পরিকল্পন ও পরিচালনা করা হয়, এই পদ্ধতি সফল হবে।

বিকল্পভাবে, **একটি শান্তিপূর্ণ গণঅভ্যুত্থানকে (الانتفاضة السلمية) সশস্ত্র অভ্যুত্থানে (انتفاضة مسلحة), অথবা গেরিলা যুদ্ধে (حرب عصابات) রূপান্তর করা যেতে পারে।**[৬]

[৬] লক্ষণীয়, শাইখ আবারও শান্তিপূর্ণ অভ্যুত্থান, সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করছেন।

এধরনের রূপান্তরের ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা এবং তার মিত্রদের নির্মূল করার জন্য সময়ের প্রয়োজন হবে, যেমনটি আজকের সিরিয়ার ক্ষেত্রে ঘটছে...

এটি আন্দোলনের পক্ষে বিক্ষোভ, ধর্মঘট কিংবা অসহযোগ কর্মসূচীকে নাকচ করে না। এধরনের প্রচেষ্টার সাফল্যের মূল উপাদান হলো চিন্তা-আদর্শের ঐক্য এবং একীভূত ব্যানার থাকা।

৭। বিপ্লব সফল হবার পর স্থায়ীত্বের জন্য কী কী করণীয়?

উত্তর: যে মানহাজ এবং আদর্শ-মূল্যবোধ বিপ্লবকে চালিত করেছে তাকে সময়ের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক রাখতে হবে।

একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার নিজস্ব নানা প্রতিষ্ঠান থাকবে, যা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পুরনো শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভরতা যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। শুধুমাত্র সবচেয়ে জরুরি ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা উচিত, তাও যথাসম্ভব সীমিত পরিসরে।

সশস্ত্র ইউনিট এবং গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো শুধুমাত্র সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর সাথে প্রতিযোগিতা করবে না, বরং তাদের ছাড়িয়ে যাবে এবং এগুলোকে নিউট্রালাইয করতে সক্ষম হবে। এই নতুন বাহিনী পুরনো বাহিনীগুলোর বিকল্প হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি বিপ্লবী পরিবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করার যে কোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করবে। পরাজিত শাসনব্যবস্থার কোনো উপাদান যেন নতুন ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

দ্রুত এবং দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্নীতির মোকাবিলা করা অত্যাবশ্যক। পুরনো শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ বা অন্যান্যদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং বিপ্লবী শরীয়াহ আদালত দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি দ্রুত কার্যকর করতে হবে। বিচারের ক্ষেত্রে কোনো আপিল বা বিলম্বের সুযোগ রাখা যাবে না।

বিপ্লবকে অবশ্যই রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে দিতে হবে, বিশেষ করে বিচার বিভাগ, গণমাধ্যম, দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মীয় নেতা এবং প্রভাবশালী অভিজাতদের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো।[৭]

৮। বিপ্লব কিভাবে তার সংহতি এবং গতিবেগ ধরে রাখবে?

উত্তর: নতুন ব্যবস্থার সংহতি এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য বিপ্লবকে গতিশীল হতে হবে। তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে হবে জাতীয় সীমানার বাইরেও। তাকে অবশ্যই আঞ্চলিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে। শুধুমাত্র জাতীয় সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৈশ্বিক প্রভাব অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এই বহির্মুখী গতিই বিপ্লবের প্রাণশক্তি ও চেতনাকে অটুট রাখবে, এর শক্তি বজায় রাখবে এবং স্থবিরতা প্রতিরোধ করবে।

অধিকন্তু, এই বহির্মুখী মনোযোগ বিপ্লবকে তারুণ্য ও প্রাণবন্ততা প্রদান করবে। অভ্যন্তরীণ ক্ষয় ও আত্মতুষ্টি থেকে রক্ষা করবে যা প্রায়শই এই ধরনের আন্দোলনগুলিকে ব্যাহত করে। এটাই প্রকৃত বিপ্লবী গতিশীলতার সারমর্ম—এমন এক গতিশীলতা যা পুরনো ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন প্রতিরোধ করে এবং এমন একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যা এক হাজার বছর বা তারও বেশি সময় স্থায়ী হতে পারে।

[৭] শাইখের বিশ্লেষণের সাথে ৫-ই অগাস্টের পর জুলাই আন্দোলনের ব্যর্থতাকে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

কেবল এইভাবেই বিপ্লব তার চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণ করতে পারে এবং সভ্যতার জন্য একটি রূপান্তরমূলক শক্তি হিসেবে তার অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে। এভাবেই ইসলাম ১৪০০ বছর জুড়ে টিকে থাকা এমন এক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে যা আর কোন সভ্যতা অর্জন করতে পারেনি।